যুগান্তর

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... ৮ ...

আন্দোলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অসন্তোষ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

আন্দোলন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর অসন্তোষ প্রকাশের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বেশির ভাগ শিক্ষকই ক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে। কেউ কেউ হতাশা প্রকাশ করেছেন। তবে এরপরও তারা মনে করছেন এটা প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত কথা নয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বলেন, 'শিক্ষকদের চাকরির বাড়তি বয়স, পাশাপাশি একাধিক চাকরি করার সুযোগ রয়েছে। আমলাদের তা নেই।'

এ মন্তব্যে শিক্ষকদের অনেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আজ বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। এরপর সাধারণ সভা ডাকা হবে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক সমিতিগুলো সাধারণ সভা করবে বলে জানা গেছে।

দায়িত্বশীল একাধিক শিক্ষক নেতা জানিয়েছেন, শিক্ষকরা তাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আন্দোলনের শুরু থেকেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত মোট ৫ বার সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ গতকাল আজহার আগে সাক্ষাৎ চেয়েও সাড়া পাননি শিক্ষকরা।

অষ্টম পে-স্কেলে গ্রেড নির্ধারণে বৈষম্য নিরসন এবং আলাদা পে-স্কেলের দাবিতে শিক্ষকরা ১৬ মে থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের ব্যানারে আন্দোলন করে করছেন। এই সংগঠনের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, এখানে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। নইলে এমন হওয়ার কথা নয়। প্রধানমন্ত্রীকে আমলারা ভুল বুঝিয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি এটা প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত কথা নয়। কেননা, শিক্ষামন্ত্রী বারবার আমাদের জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইতিবাচক। তিনি (প্রধানমন্ত্রী) শিক্ষামন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েছেন সমস্যা সমাধানের রাস্তা বের করার।'

অধ্যাপক কামাল আরও বলেন, 'আমরা সচিব হতে চাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি স্বতন্ত্র পে-স্কেল। অন্তর্বর্তীকালীন সমাধান হিসেবে চাচ্ছি, সপ্তম পে-স্কেলে অধ্যাপকদের বিষয়টি যেভাবে ছিল অষ্টমে সেভাবে রাখা হোক। পাশাপাশি পেশাকে আকৃষ্ট করতে প্রবেশ পদকে সপ্তম গ্রেডে করার দাবি করছি।' তিনি আরও বলেন, তিনি রাগ হলেও আমরা তার কাছে যাব। তিনি আমাদের অভিভাবক।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ফেডারেশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা বলেন, 'প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমরা নই অনেক আমলাও ক্লাস নেন। একজন যুগ্মসচিব ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেন, সে তথ্য আমার কাছে আছে।'